মূল শব্দাবলীঃ
ধর্মবিশ্বাস
বিশ্বাস
নির্ভরতা
প্রজ্ঞা

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

17 January 2025 / 17 Rajab 1446H

আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত থেকে আমাদের শিক্ষা

الحَمْدُ للهِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَاهُ، وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ سِوَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَمُصْطَفَاهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ ونَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশগুলি মেনে চলে এবং তাঁর দেয়া নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের তাকওয়া আরো দৃঢ় করতে পারি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং তাঁর প্রতি সকল আশাবাদ ন্যস্ত করুন। আমরা যেন আমাদের সকল কাজে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিরাপত্তা ও দিকনির্দেশনা লাভ করে থাকি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত সুধী,

রজবের এই পবিত্র মাসে, ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। মুসলমানের জন্য মদিনার বাইরে প্রথম হিজরত হয় সুদূর আবিসিনিয়ায় এখন যাকে আমরা ইথিওপিয়া বলি।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমাদের নবী করিম (সঃ) এর জন্য ইসলাম ধর্মের বানী প্রচারের কাজটি ছিল কঠিন ও সমস্যাসংকুল। যদিও তিনি সকলের নিকট সততা ও সত্যবাদিতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন, নবুওতপ্রাপ্তি ও মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নবী ও প্রেরিত দূত হবার পরে অনেক অপমান, ভীতি প্রদর্শন এমনকি নিজের লোকেদের নিকট থেকে নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

একইভাবে, সাহাবাগণ যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও কঠিন প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন বিলাল বিন রাবাহ, খাব্বাব বিন আল আরাফ এবং আম্মার বিন ইয়ায়াসির (রাঃ) এর পরিবার। শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে বিশ্বাস করার জন্য তাঁদেরকে অকথ্য গালিগালাজ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

এতসব প্রতিকূলতা বিবেচনা করে, আমাদের নবী করিম (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে অনুমতি দেন। তিনি তাঁদেরকে বুঝিয়েছিলেন যে, আবিসিনিয়ার শাসক ছিলেন একজন ন্যায় বিচারক রাজা যিনি তাঁর অধীনস্ত কাউকে নিপীড়ন করতেন না। এই হিজরতের ফলে তাঁরা সেখানে আরো শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশে ইসলাম ধর্ম পালন করার সুযোগ পাবে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আবিসিনিয়ায় হিজরত করাটিকে একেবারে ব্যর্থ বা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আস্থার অভাব হিসাবে দেখা উচিত না। বরং, এর জন্য প্রয়োজন অটল বিশ্বাস, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আস্থা এবং নানাবিধ প্রতিকূলতা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞার।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

১৪০০ বছর আগে, একজন ব্যাক্তির সামাজিক অবস্থান তার বংশ পরিচয়, উপজাতি সংযুক্তি, এবং ক্ষমতাশীল নিকটজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করত। এখন, হিজরত করার কারণে তাদের

দীর্ঘদিনের জীবন সমূলে উৎপাটিত হয়, সাহাবীগণের সবাইকে পিছনে ফেলে যেতে হয় নিজেদের অবস্থান, সম্পদ এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে হয়। এবং হিজরত করার সাথে সাথেই সবরকম সুবিধা ও সুরক্ষা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন।

এখান থেকে আমরা প্রথম শিক্ষাটি লাভ করি, যা হলো, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওপর ভরসা করা ও আস্থা রাখার গুরুত্ব। (তাওয়াক্কুল)

একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যত জীবন যখন নানাবিধ সমস্যাসংকুল ছিল তখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের নবী করিম (সঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের অগাধ বিশ্বাস কখনই হ্রাস পায় নাই। তাঁরা একের পর এক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন তথাপি তাঁদের এই বিশ্বাসে তাঁরা অটল ছিলেন যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অশেষ ক্ষমতায় তাঁরা তাঁদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

আমাদের ব্যাক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে যখন আমরা সমস্যার মুখোমুখি হই, তখন নবী করিম (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের জীবনী থেকে আমরা উদাহরণ নিতে পারি। আমরা যদি কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হই তবে তা সমাধানের জন্য ধর্মবিশ্বাসে দৃঢ় থেকে তা সমাধানে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা দরকার এবং আশা করা যায় যে, যে কোন সমস্যা সমাধানের একটি পথ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা আমাদেরকে অবশ্যই দেখাবেন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুরা আল আজহাবে বলেছেন;

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

অর্থঃ ***আর তুমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর এবং কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।***

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আবিসিনিয়ার রাজা সাহাবীগণকে অভ্যর্থনা জানানোর অল্প কয়েকদিন পরেই কুরাইশগণ আবিসিনিয়ার রাজা নেজাস-কে উসকানী দিতে একটি দল পাঠালেন আবিসিনিয়ায়। তারা অত্যন্ত সমস্যা সৃষ্টিকারী এই নামে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো এবং দাবী করলেন যে, এই সাহাবীগণ রাজা নেজাস-এর ধর্মকে অপমানিত করেছে।

এই সাহাবীগণের মধ্যে, সায়্যিদিনা জাফর বিন আবি তালিব রাঃ) অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে এই অভিযোগগুলির জবাব দিয়েছিলেন। তিনি কোন কথা উচ্চস্বরে বলেননি বা কটু ভাষায় জবাব দেন নি। বরং, ইসলামে সত্যবাদিতা, প্রতিবেশীদের প্রতি সহৃদয়তা এবং অন্যকে হত্যা না করার মত যেসব মূল্যবোধ আছে তা অত্যন্ত শান্তভাবে তাদের সামনে তুলে ধরেন।

নিজের ধর্মের সাথে কোন আপোষ ছাড়াই তিনি কুরাইশদের অন্যায় দাবীগুলিকে সফলভাবে খন্ডন করেছিলেন। তিনি নেজাসএর ন্যায় বিচারের জন্য আপীল করেছিলেন এবং শেয়ার মূল্যবোধের দিকগুলিকে তুলে ধরে মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষা করেছিলেন।

এই ঘটনা থেকে আমরা আমাদের দ্বিতীয় শিক্ষাটা লাভ করি যা হলো,

সকল সমস্যাকে প্রজ্ঞা ও সুবিচারের মাধ্যমে সমাধান করা।

সম্মানিত সুধী,

আজও পৃথিবীর নানা প্রান্তের মুসলমানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে অন্যদের ভ্রান্ত ধারণার মুখোমুখি হতে হয়। কেউ কেউ ইসলামের পশ্চাদপদতা, ঘৃণা ও উস্কানি দাতা এবং নারীদের ওপর নিপীড়নকারী ধর্ম বলে অভিযোগ করে। মুসলমান হিসাবে কিভাবে আমরা বিশ্বাসীরা এইসব অভিযোগগুলিকে মোকাবেলা করব?

আমার ভাইয়েরা,

এইটা আমাদের জন্য একটি বড় সুযোগ নিজেদেরকে ভালো কওরে দেখা যে আমরা আমাদের প্রতিটি কাজ এবং আচরণে ইসলামের মূল্যবোধ সঠিকভাবে তুলে ধরি কিনা। ভেবে দেখুন, যদি প্রতিটি মুসলমান ইসলামের সৌন্দর্যকে তাঁদের আচরণ ও চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতেন, তাহলে কি ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে সংশোধন করতে পারত না? চুড়ান্তভাবে, সত্যিকার পথনির্দেশনা ন্যস্ত থাকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার হাতে। এবং তিনি হলেন সকল হৃদয়উন্মোচনকারী।

সম্মানিত সুধী,

আবিসিনিয়ায় আমাদের প্রথম হিজরত আমাদের সামনে গভীর শিক্ষা ও মূল্যবোধ তুলে ধরে যা থেকে নিজেদেরকে আমরা উন্নীত করতে পারি। যেমন; কঠিন ও অনিশ্চিত সময়েও মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের বিশ্বাস অবিচল রাখা, সকল সমস্যাগুলিকে প্রজ্ঞার সাথে মোকাবেলা করা এবং বিশ্বাসী হিসাবে একটি উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করা।

আমরা যতই ভবিষ্যতের দিকে এগুতে থাকব, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদের ধর্ম বিশ্বাসকে প্রজ্ঞা , সুবিচার এবং অবিচলতার সঙ্গে আমাদের নিকট প্রদান করেন। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে আপনি চিরকালের জন্য আপনার দিকনির্দেশনা ও রহমত নাজিল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْ وَالِدِينَا وَارْحَمْ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَعِينَ. اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاةَ أُمُورِنَا، وَوَفِّقْهُمْ لِمَا فِيْهِ صَلَاحُ الأُمَّةِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ وَلِّ أُمُورَنَا خِيَارَنَا، وَلَا تُوَلِّ أُمُورَنَا شِرَارَنَا، وَارْفَعْ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا، وَحَوِّلْ حَالَنَا إِلَى

أَحْسَنِ الْأَحْوَالِ، وَفَرِّجْ مَا نَزَلَ بِنَا مِنَ الْأَهْوَالِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ وَسَائِرَ البِلَادِ عَامَّةً آمِناً مُطْمَئِناً سَخَاءً رَخَاءً بِقُدْرَتِكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلِسْطِينَ، وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.